[redacted]

[redacted]

[redacted]

প্রতি দুর্বল হয়ে তাকে স্বচোক্ষে না দেখেই এই বিয়েতে মত দিয়েছিলাম। কিন্তু ঐ ১৮/১৯ বছরের ছেলেটি যে তার এবং এর আগে নাছরীনের বিয়ে হয়েছিল একথা জানতে পেরে আমার মনে ঘৃনার পাত্র হয়ে যায় নাছরীন। একদিকে অন্ধ এই ভালোবাসার সাথে নাছরীনের প্রতারণা, অন্যদিকে দিনের পর দিন বিভিন্ন অজুহাতে তার লক্ষ লক্ষ টাকা নেওয়ার ফন্দি লিটনের মগজে নাড়া দেয়।

লিটন সাংবাদিকদের জানায়, একদিকে আমার সরলতার সুযোগে, অন্যদিকে ১৭/১৮ বছর বিদেশ থাকায় আমার টাকা আছে এটা ভেবেই নাছরীন মনে হয় আমাকে টার্গেট করেছিল। একথা আমি বুঝতে পারিনি। আমার এতো কিছু থাকতেও আমি একজন এতিম মেয়েকে অন্ধ ভাবে ভালোবেসে বিয়ে করেছিলাম। কিন্তু এই প্রতারকের ফাঁদে আর নয়। সমস্ত নিয়ম মেনে কোর্টের মাধ্যমে ডিভোর্স দিয়ে আমি মালয়েশিয়া চলে যায়। এতেও ক্ষ্যান্ত না হয়ে ডিভোর্সের দুই মাসের মধ্যে আমার চাকরি খেতে নাছরীন মালয়েশিয়া চলে যায়।

লিটন বলেন, কতোটা দুর্ধর্ষ হলে একটি মেয়ে বিদেশে যাওয়ার মত রিস্ক নিতে পারে এটা আপনাদের মাধ্যমে আমি প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে চায়। এঘটনার পর আমি থানাতে একটি জিডি করেছি। আমি বিদেশে যেয়েও নাছরীনের কাছে জীবনের নিরাপত্তা হীনতায় ভুগছি।

লিটনের বাবা আয়ুব হোসেন জানান, আমরা নাছরীনের ছলনায় ভুলে গিয়েছিলাম। নাছরীনের এর আগে বিয়ে হয়েছে এবং ১৮/১৯ বছরের একটি ছেলে আছে এর কোন কিছুই আমাদের জানায়নি। পরে আমার ছেলে জানতে পেরে তাকে ডিভোর্স দিয়েছে। তিনি বলেন, এই প্রতারণার কথা শুনেও আমরা তাকে মেনে নিয়েছিলাম। বিভিন্ন অজুহাতে আমার ছেলের কাছ থেকে প্রায় ৫০ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়ে নিঃস্ব করেছে নাছরীন। পরে শুনতে পেলাম ডিভোর্সের পর ক্ষিপ্ত হয়ে মালয়েশিয়ায় চলে গেছে নাছরীন। আমরা এই মেয়েটির হাত থেকে বাঁচতে চাই।

ঝিনাইদহে এইচপিভি টিকা

ক্যাম্পেইন উপলক্ষে সংবাদ সম্মেলন

ঝিনাইদহে জরায়ুমুখ ক্যান্সার প্রতিরোধে এইচপিভি টিকা ক্যাম্পেইন উপলক্ষে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বুধবার (২৩ অক্টোবর) দুপুরে ঝিনাইদহ সিভিল সার্জন অফিসের সম্মেলন কক্ষে এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ সিভিল সার্জন হাদী জিয়া উদ্দিন আহমেদ, সিনিয়র স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মকর্তা মোঃ আব্দুর রহমান, সিভিল সার্জন অফিসের মেডিকেল অফিসার সাথী সাহাসহ ঝিনাইদহ জেলার বিভিন্ন পত্রিকার সাংবাদিকবৃন্দ।

ঝিনাইদহ সিভিল সার্জন হাদী জিয়া উদ্দিন আহমেদ জানান, ঝিনাইদহের ৬টি উপজেলায় ৮৩ হাজার ৫৬৭ জন কিশোরীকে জরায়ুমুখ ক্যান্সার প্রতিরোধে এইচপিভি টিকা দেওয়া হবে। স্কুলে পড়ুয়া ৫ম থেকে ৯ম শ্রেনী সমমানে অধ্যায়নরত ও ১০-১৪ বৎসর বয়সী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যায়নরত নয় কিশোরীদের এই টিকা দেওয়া হবে। আগামীকাল ২৪ অক্টোবর থেকে শুরু হয়ে পর্যায় ক্রমে সমস্ত কিশোরীদের টিকা দেওয়া হবে।

ঝিনাইদহে ওয়েব ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস পালিত

কেন পরিষ্কার হাত এখনো গুরুত্বপূর্ণ (why are clean hands Steel important)এই প্রতিপাদ্যকে ধারণ করে আজ বুধবার (২৩ অক্টোবর) ওয়েব ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ঝিনাইদহ পৌরসভার অন্তর্গত ভুটিয়ারগাতী গ্রামের মালা-১ মহিলা সমিতিতে বিশ্ব হাত

ধোয়া দিবস ২০২৪ পালন করে।

সকালে ঝিনাইদহ সদর উপজেলার জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সরকারি প্রকৌশলী মীর আল আমিনের উপস্থিতিতে হাত ধোয়া দিবস ২০২৪ অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানের স্বাগত বক্তব্য রাখেন, ওয়েব ফাউন্ডেশনের প্রকল্প সমন্বয়কারী শাহেদ জামাল। হাত ধোয়া দিবসের মূল আলোচনা পত্র উপস্থাপন করেন ওয়েব ফাউন্ডেশনের প্রকৌশলী মোঃ খালিদ হাসান।

এসময় প্রধান অতিথি প্রকৌশলী মীর আল আমিন তার আলোচনায় বলেন,স্বাস্থ্যসম্মত ও টেকসই স্যানিটেশন ব্যবস্থা এবং ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের পূর্বশর্ত। ডায়রিয়া ও পানিবাহিত নানা রোগ থেকে রক্ষা পেতে স্যানিটেশন ব্যবস্থা ও সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার অভ্যাস গড়ে তোলার বিকল্প নেই। খাওয়ার আগে ও পরে, টয়লেট ব্যবহারের পর এবং অন্যান্য সময়ে সকলের হাত ধোয়ার অভ্যাস গড়তে পরিবার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের দায়িত্ব অত্যধিক। কিভাবে হাতের মাধ্যমে জীবাণু মানব শরীরে প্রবেশ করে এবং সুস্থ থাকার জন্য হাত দেওয়ার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন।

তিনি আরো বলেন, সামাজিক এ আন্দোলনকে আরও বেগবান করতে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ও গণমাধ্যমসহ দেশের প্রতিটি নাগরিককে এগিয়ে আসারও আহ্বান জানান । আলোচনা শেষে দুই হাত ধোয়ার কৌশল হাতে কলমে প্রদর্শন করেন। সেসময় উপস্থিত সকলে প্রাত্যহিক জীবন নিয়ম অনুযায়ী হাত ধোয়ার নিয়ম মেনে চলার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে সার্বিক পরিচালনায় ওয়েভ ফাউন্ডেশনের ঝিনাইদহ ইউনিট ম্যানেজার মোঃ ইব্রাহিম ইসলাম,সাংবাদিক,সমাজ উন্নয়ন কর্মী, শিক্ষার্থীসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ।

রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের দাবিতে ঝিনাইদহে বিক্ষোভ

রাষ্ট্রপতি শাহাবুদ্দিন চুপ্পুর পদত্যাগের দাবিতে ঝিনাইদহে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন।

আজ মঙ্গলবার(২২ অক্টোবর) বিকেলে ঝিনাইদহ শহরের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার চত্ত্বর থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে পায়রা চত্ত্বরে এসে শেষ হয়।

মিছিলকারীরা সেসময় রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্লোগান দেয়।

মিছিল শেষে এক সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক আবু হুরাইরা, আবু রায়হান রিহান, সাইদুর রহমান, রতনা খাতুন ও শামিম আহম্মেদ।

এ সময় বক্তরা বলেন, ‘ স্বৈরাচারের দোসর রাষ্ট্রপতি শাহাবুদ্দিন চুপ্পুকে অনতবিলম্বে পদত্যাগ করতে হবে। সেই সঙ্গে সন্ত্রাসী সংগঠন ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধের দাবি জানান তাঁরা।’

ঝিনাইদহে ধান ক্ষেতে পচন রোগ, দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে ফলন কম হওয়ার আশংকা

ঝিনাইদহে মাঠে কৃষকের ধান ক্ষেতে পচন রোগ দেখা দিয়েছে। দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে ফলন কম হওয়ার আশংকা করছে এ জেলার কৃষকরা। কয়েকদিনের টানা বৃষ্টি আর বৃষ্টির পর ভ্যাপসা গরমের কারনে ঝিনাইদহের ছয়টি উপজেলার গ্রামগুলোর মাঠে কৃষকের ধান ক্ষেতে খোলা পচা রোগ দেখা দিয়েছে। মাঠের পর মাঠ এই রোগে আক্রান্ত হয়ে ধান গাছের পাতা মারা যাচ্ছে। অনেক কৃষকের গোটা জমিতে এই রোগ

ছড়িয়ে পড়েছে। বিআর-৫১ জাতের ধান ক্ষেতে এই রোগ বেশি দেখা দিয়েছে বলে জানিয়েছেন এ জেলার কৃষকরা।

কৃষকরা বলছেন, এই রোগের কারনে তাদের ক্ষেতের ধানগাছ ক্রমেই শুকিয়ে আসছে। আগামীতে রোগাক্রান্ত ধান গাছে শীষ বের হবে না। ফলে ধানের উৎপাদন কমে যাবে। এখনই এই রোগ প্রতিরোধ করা না গেলে তারা মারাত্বক ক্ষতিগ্রস্থ হবেন।

আর কৃষি বিভাগ বলছেন, ছত্রাকনাশক স্প্রে করলে এই রোগ অনেকটা প্রতিরোধ করা যায়। তারা কৃষকদের সেভাবেই পরামর্শ দিচ্ছেন।

ঝিনাইদহ জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সুত্রে জানাগেছে, চলতি বছর ঝিনাইদহ জেলার ৬ উপজেলায় উপসী জাতের ধান চাষ হয়েছে ৯৬ হাজার ৩০৮ হেক্টর, আর হাইব্রিড ধান চাষ হয়েছে ৮ হাজার ১৮০ হেক্টর। মোট ১ লাখ ৪ হাজার ৪ শত ৮৮হেক্টরে জমিতে ধান চাষ হয়েছে। এ থেকে ৫ লাখ ৬৮ হাজার ৪০৯ মেঃ টন ধান উৎপাদন হবার কথা।

কৃষি বিভাগ এই লক্ষ্যমাত্র নিলেও টানা বৃষ্ঠিতে ১১০ হেক্টর জমির ধান সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। এতে প্রায় ৬ শত মেঃ টন ধান কম উৎপাদন হবে। এরপর দেখা দিয়েছে খোল পচা রোগ। এই রোগেও ফলন আরো অনেকটা কম হবে বলে কৃষকরা আশংকা করছেন।

সরেজমিনে ঝিনাইদহের ছয় উপজেলার একাধিক মাঠ ঘুরে ধান ক্ষেতে পাতা পচা রোগ দেখা গেছে। ধান গাছে থোড় (র্শীষ) হওয়ার পূর্ব মূহুর্তে গাছের পাতা মারা যাচ্ছে। কোনো কোনো জমিতে গোটা ফসলেই আক্রান্ত হয়েছে। এই পঁচন রোগ ধান গাছের নিচ থেকে শুরু হচ্ছে। যা ক্রমান্বয়ে উপরের দিকে ধাবিত হচ্ছে। এই রোগে আক্রন্ত ধান গাছের নিচের অংশ খয়েরি রং ধারন করছে, যা আস্তে আস্তে গোটা গাছে ছড়িয়ে পড়ছে। এক পর্যায়ে ধান গাছের পাতা শুকিয়ে যাচ্ছে।

সদর উপজেলার চন্ডিপুর গ্রামের কৃষক পারভেজ আহমেদ জানান, তার ৭ বিঘা জমিতে ৫১ জাতের ধান চাষ করেছেন। প্রায় সব জমিতেই এই রোগ দেখা দিয়েছে। বৃষ্টির পর অল্প সময়ের মধ্যে গোটা জমিতে ছড়িয়ে পড়েছে। প্রথমে গাছের নিচের অংশ থেকে পচন দেখা দেয়, যা ইতিমধ্যে উপরের দিকেও চলে এসেছে।

তিনি আরও বলেন, সার-ঔষধ, জমি তৈরীতে চাষ, ধানের জমির আগাছা পরিষ্কার, কাটা-পরিষ্কার সহ লেবার খরচ সহ এক বিঘায় তার ২২ হাজার থেকে ২৩ হাজার খরচ হয়েছে। এই এক বিঘায় তিনি ১৮ থেকে ২০ মণ ধান

পাবেন যা বিক্রি করে ২৮ থেকে ৩০ হাজার টাকা পাবেন। এখন যে অবস্থা তাতে ফলন অনেক কমে যাবে। এতে তিনি আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবেন বলে জানান। তিনি বলেন, ইতিমধ্যে ছত্রাকনাশক ঔষধ দিয়েছেন, কিন্তু এতে কোনো কাজেই আসছেনা।

সদর উপজেলার বিষয়খালী গ্রামের কৃষক ফজলুর মিয়া জানান, বিআর-৫১ জাতের ধান তিনি প্রায় ৩ বিঘা চাষ করেছেন। গোটা জমিই তার এই পচন রোগে আক্রান্ত। ক্ষেতের আইলে গেলে মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। এবার জমিতে ধান গাছ ভালো হয়েছিল। এখন থোড় (র্শীষ) বের হওয়ার সময়। সেই সময় বৃষ্টির কারনে এই পঁচন রোগ দেখা দিয়েছে। যা মাঠের পর মাঠ ছড়িয়ে পড়ছে।

শৈলকুপা উপজেলার মহাম্মদপুর গ্রামের কৃষক আজাদ হোসেন জানান, দ্রুত এই পচন রোগ ঠেকাতে না পারলে কৃষক মারাত্বক ক্ষতিগ্রস্থ হবেন। অনেক কৃষক ধারদেনা করে চাষ করেন, তারা কিভাবে তাদের ঋণ পরিশোধ করবেন। তিনি নিজেও দোকান থেকে সার-ঔষধ বাকিতে নিয়ে দুই বিঘায় চাষ করেছেন। তার জমির ধানও পচন রোগে আক্রান্ত। ভালো ফলন না পেলে কিভাবে দোকান বাকি পরিশোধ করবেন তা নিয়ে চিন্তিত এই কৃষক।

কৃষি বিভাগের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তারা নাম প্রকাশ না করে জানান, বৃষ্টির পর এই রোগ দেখা দিয়েছে। তবে সেটা ব্যপক নয়। তারা কৃষকদের আক্রান্ত জমিতে ছত্রাকনাশক ঔষধ স্প্রে করতে পরামর্শ দিচ্ছেন। এতে পচন অনেকটা ঠেকানো সম্ভব বলে জানান।

ঝিনাইদহ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক ষষ্ঠি চন্দ্র রায় জানান, কৃষকের ধান ক্ষেতে খোলপচা রোগ এখনও তেমন একটা দেখা দিয়েছে বলে তাদের কাছে এমন কোন তথ্য নেই। তবে বৃষ্টির পর খরা হলে এই রোগ দেখা দিয়ে থাকে। তিনি কোন এলাকায় এই রোগ দেখা দিয়েছে তার বিষয়ে তথ্য নিয়ে বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখবেন বলে জানান। তিনি বলেন, এই রোগে আক্রান্ত ক্ষেতে ছত্রাকনাশক স্প্রে করার পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

ঝিনাইদহে মাশরুম চাষীদের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহে আশার উদ্যোগে জেলার ৩০ জন মাশরুম চাষীদের নিয়ে দিন ব্যপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (২২ অক্টোবর) শহরের এইড কমপ্লেক্সের কনফারেন্স রুমে এ প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

ঝিনাইদহ জেলার আশা’র সিনিয়র ডিষ্ট্রিক্ট ম্যানেজার হাফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক ষষ্টি চন্দ্র রায় ও পার্বত্য জেলার রাংগামাটি কৃষি অফিসার খায়রুল বাশার টিপু।

সেসময় উপস্থিত ছিলেন আশা’র সদর-১ ব্রাঞ্চ’র বিএম আবু সামা, (টিও) এগ্রি কিলোন চন্দ্র রায়সহ অন্যন্যারা। এছাড়াও আশা’র কারিগরি ও সহজ শর্তে ঋণ সুবিধা নিয়ে ঝিনাইদহ জেলায় যে কেউ মাশরুম চাষ করতে পারবেন।

উল্লেখ্য, প্রশিক্ষণ শেষে ৩০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে ৩ পিচ করে মাশরুমের বাণিজিক সম্মননা প্রদাণ দেয়া হয়।

ঝিনাইদহে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে সংখ্যালঘুর জমি দখল

ঝিনাইদহের মহেশপুরে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে অবৈধভাবে এক সংখ্যালঘু পরিবারের জমি দখলের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় আদালতে মামলা হলেও কোন কিছুর তোয়াক্কা করছে না ওই প্রভাবশালী ভূমিদস্যুরা।

জানা যায়, মহেশপুর উপজেলার গোপালপুর গ্রামের সংখ্যালঘু ভরত দাস ও তার ভাই সম্ভু দাস পৈতৃক সুত্রে পাওয়া গ্রামের হামিদপুর মৌজার ২৮৬১ খতিয়ানের ৪০৩৯ ও ৪০৪০ দাগের মোট ২০৭ শতক জমির আরএস

রেকর্ডীয় মালিক। তারা দীর্ঘদিন ধরে ওই জমিতে চাষাবাদ করে সংসার চালিয়ে আসছিলো। কিন্তু গত ৫ সেপ্টেস্বর ওই গ্রামের বিএনপি নেতা শামসুল গাজী ও তার ছেলে ইলিয়াস গাজী এবং যুবদল নেতা তবিবর রহমান লোকজন দিয়ে ওই জমি দখল করে নেয়। জমিতে থাকা ফসল, গাছপালা কেটে তছরূপ করে। এতে বাঁধা দিলে উল্টো পিটিয়ে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার হুমকিও দেয় তারা। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী ভরত দাস আদালতে মামলা দায়ের করলে ওই জমিতে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা জারী করে আদালত। সেই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে গত ১৫ অক্টোববর গোপালপুর গ্রামের শাকিল, আলমগীর, ইকরামুল, রঞ্জু, বিপুল, খালিদ এবং তুহিনের নেতৃত্বে ২০ থেকে ২৫ জন প্রকাশ্যেই জমির মোটর ঘর ভেঙ্গে দেয়। এসময় জমির চারদিক ঘেরা বাঁশের বেড়া লুট করে নিয়ে যায় তারা। পরে জমিতে বপন করা সরিষাও চষে দেয় প্রভাবশালীরা।

আজ সোমবার ভুক্তভোগী ভরত দাস সাংবাদিকদের কাছে অভিযোগ করে বলেন, গেল দুই মাস ধরে একটি চক্র তার জমি দখল করে খেলার মাঠ বানানোর পায়তারা করছে। আমি মামলা করলে তারা আরও ক্ষিপ্ত হয়ে আমাকে মামলা তুলে নেওয়ার হুমকি দিচ্ছে। গত ৪ সেপ্টেম্বর মহেশপুর থেকে বাড়ি ফেরার পথে বালিরগর্ত বাজারে চক্রটি দা, রড ও লাঠিসোটা নিয়ে আমাদের উপর হামলা চালায়। বাজারের লোকজন ছুটে এসে আমাদের রক্ষা করে। এ ঘটনায় আমার প্রতিবেশী রিপন বাদী হয়ে মহেশপুর থানায় অভিযোগ দিয়েছে। তিনি বলেন, আমি আমার পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বিতাড়িত হচ্ছি। আমি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীসহ সকলের হস্তক্ষেপ কামনা করছি।

এদিকে এর আগে জমি দখল ও ফসল নষ্টের ঘটনায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশন স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে অভিযোগ গঠন করেছে। ঝিনাইদহ পুলিশ সুপারকে ১৫ অক্টোবরের মধ্যে তদন্ত করে প্রতিবেদন দেয়ার নির্দেশ দেন কমিশনের চেয়ারম্যান। একই সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণেরও আদেশ দেয়া হয়। এরপরও জমি দখল, অত্যাচার, নির্যাতন থেকে রেহাই পাচ্ছে না ওই সংখ্যালঘু পরিবারটি।

এ ব্যাপারে মহেশপুর থানার এস আই জাহাঙ্গীর হোসেন বলেন, আদালতের অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা থাকার পরও যদি কেউ জমিতে যায় স্বেক্ষেত্রে আইনগত যা ব্যবস্থা হয় সেটা নেওয়া হবে।

ঝিনাইদহে কৃষক সমাবেশ অনুষ্ঠিত

‘ভিক্ষা নয় অধিকার চাই, কৃষক পরিবারের দাবির পুর্ণতা চাই’ এ শ্লোগানকে সামনে রেখে ঝিনাইদহে কৃষক সমাবেশ- ২০২৪ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার (২১ অক্টোবর) সকালে শহরের শিশু একাডেমী মিলনায়তনে ‘কৃষক পরিবার’র ব্যানারে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা নূর-এ-নবীর’র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক ষষ্টি চন্দ্র রায়।

বিশেষ অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) ইমরান জাকারিয়া, জেলা ড্রাগণ চাষী সকল্যাণ সমিতির সভাপতি টিপু সুলতান ও সাধারণ সম্পাদক আহসুনুল হাবিব ডন, মুক্তা চাষ বিশেষজ্ঞ ড. মোঃ নজরুল ইসলাম, এ্যাভোকাডো চাষী হারুনর রশিদ প্রশূখ ।

অনুষ্ঠানে কৃষক পরিবারের পক্ষ থেকে ১২দফা সুর্নিদিষ্ট প্রস্তাবনা তুলে ধরে আলোচনা করেন কৃষি উদ্যোক্তা কামরুজ্জামান। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন মুস্তাফিজুর রহমান টুটুল।

অনুষ্ঠানে বক্তারা, সার সিন্ডিকেট বন্ধ, ফসল বীমা, সরকারি অফিসে কৃষকদের কাজের অগ্রাধিকার, উপজেলা পর্যায়ে হিমাগার স্থাপনা, ডিজেলের দাম কমানোসহ কৃষি ক্ষেত্রে কর্মরত অবস্থায় কৃষক মারা গেলে রাষ্ট্রীয় সম্মানা প্রদাণসহ কয়েকটি দাবী পেশ করেন।

দিনব্যাপী সমাবেশে জেলার বিভিন্ন উপজেলার সাড়ে ৩’শ কৃষক এ সমাবেশে অংশ নেয়।

কোটচাঁদপুরে ৫৩তম জাতীয় সমবায় দিবস পালনে প্রস্তুতি সভা

কোটচাঁদপুরে ৫৩ তম জাতীয় সমবায় দিবস পালনে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ সোমবার (২১ অক্টোবর) সকালে উপজেলা সমবায় কর্মকর্তার কার্যালয়ে এ সভা করা হয়।

এ সভায় সভাপতিত্ব করেন, কোটচাঁদপুর উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব) শ.ম রাশিদুল আলম।

এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা সমবায় অফিসের অডিট কর্মকর্তা তহমিনা আকতার, কোটচাঁদপুর ধানসিঁড়ি সমবায় সমিতির সভাপতি সুব্রত কুমার, রুপসী বাংলা সঞ্চয় ও ঋণদান সমিতির সভাপতি শহিদুল ইসলাম, দুতিয়ার কুঠি মৎস্য সমবায় সমিতির সভাপতি পতিত পাবন, ফেন্ডস সঞ্চয় ও ঋণদান সমিতির সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর হোসেন,ঊষা সঞ্চয় ও ঋণদান সমিতির সদস্য সোহেল রানা, কোটচাঁদপুর কুম্ভোকর সমবায় সমিতির লিমিটেড সভাপতি গোবিন্দ পাল, শাপলা সঞ্চয় ও ঋণদান সমিতির সভাপতি রমজান আলী।

সভায় আগামী ২ নভেম্বর ৫৩ তম জাতীয় সমবায় দিবস পালনে করনীয় নিয়ে প্রস্তুতি সভা করা হয়।

কালীগঞ্জের ঔষধ ব্যবসায়ী আব্দুল মজিদ হত্যা; ৮ বছর পর আদালতে মামলা

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে পতিত আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসী বাহিনীর অত্যাচার নির্যাতন ও খুন-গুমের শিকার হওয়া মানুষের আর্তনাদ এখনও শোনা যায়। ন্যায় বিচারের আশায় অনেকেই এখনও বুক বেধে আছে। রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের পাশাপাশি ব্যক্তিগত দ্বন্ধেও অনেকে প্রাণ

হারাতে হয়েছে। এমনই একটি হত্যা কান্ডের জন্য গত ১৭ সেপ্টেম্বর ঝিনাইদহ আদালতে ভুক্তভোগীর পিতা একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছে। মামলার নথি থেকে জানা যায়, ২০১৭ সালে ৫ মার্চ একটি জমি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে এ হত্যাকান্ডের ঘটনা ঘটে। দীর্ঘ ৮ বছর পর গত ১৭ সেপ্টেম্বর মামলাটি দায়ের করেন নিহত আব্দুল মজিদের ভাই আব্দুল আলিম। মামলায় উল্লেখ করা হয় আব্দুল মাজিদের হত্যার আসামীরা স্বৈরাচার আওয়ামী সরকারের দোসর হওয়ায় ঘটানার পর মামলা দায়ের সম্ভব হয়নি। এমনকি হত্যার শিকার আব্দুল মজিদের লাশের ময়নাতদন্ত না করেই দ্রুত দাফন করা হয় বলে আদালতে অভিযোগ করেন মামলার বাদী আব্দুল আলীম।

দেরিতে মামলা করার বিষয়ে জানতে চাইলে আব্দুল আলিম বলেন, ‘মামলা করার জন্য একটি আবেদনপত্র নিয়ে সে সময়ে কালীগঞ্জ থানা পুলিশের নিকট গেলে তারা মামালা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। আসামীরা তৎকালীন ঝিনাইদহ ৪ আসনের এমপি আনোয়ারুল আজীম আনারের নির্দেশে থানা পুলিশকে মামলা নিতে বাধা দেয়। মামলা করতে থানার ভিতরে থাকা অবস্থায় সাদা পোশাকের পুলিশ পরিচয়ে তাদেরকে বের করে দেয় এবং জামার কলার ধরে গুলি করে মাথার খুলি উড়িয়ে দেয়ার হুমকি দেয়। তৎকালীন এমপি আনার বাদীকে বলেন ‘কালীগঞ্জে থাকতে হলে এ হত্যাকান্ডের বিষয়ে চুপ থাকতে হবে, কোনো মামালা করা যাবে না’।

হত্যাকান্ডের দীর্ঘ ৮ বছর পর নিহতের ছোট ভাই আব্দুল আলীম গত ১৭ সেপ্টেম্বর আদালতে রাড়ীপাড়া বর্তমান বলিদাপাড়া গ্রামের সাজ্জাদ আলী, তার ছেলে সুমন এবং গুটিয়ানী গ্রামের আনোয়ার লস্কারের ছেলে মিজানুর রহমানসহ অজ্ঞাত ৩/৪ জনের বিরুদ্ধে ৩০২/৩৪ ধারায় মামলা দায়ের করেন।

মামলার বিবরণে আরো উল্লেখ করা হয়, আসামীদের সাথে জমি সংক্রান্ত দীর্ঘ দিনের বিরোধ চলে আসছিল। ঔষধ ব্যবসায়ী নিহত আব্দুল মাজিদ আসামী সাজ্জাদ আলীর কাছে পাওনা সম্পত্তি দাবি করলে নানা রকম ভয় ভীতি ও হত্যার হুমকি দিয়ে আসছিল।

এ বিষয়ে আব্দুল আলিম জানান সে সময়ে কালিগঞ্জের এমপি আনারের নির্দেশে এই হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়। তার ভয়ে আমরা এতদিন মামলা পর্যন্ত করতে পারিনি। তিনি ন্যায় বিচারের দাবী জানিয়ে বলেন, আমার ভাইকে কালিগঞ্জ শহরের তার নিজ বাসায় পরিকল্পিত ভাবে হত্যা করা হয়।